2nd Sem. C - 3, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস

বিষয় ঃ

মহাভারতের আকৃতি, রূপভেদ, এবং রচয়িতা।

Scanned with CamScanner

মহাভারতের পরিচিতি প্রসঙ্গে এই কাব্যেই আদিপর্বে বলা হয়েছে :

মহত্ত্বে চ গুরুত্বে চ ধ্রিয়মাণং যতোহধিকম্।
মহত্তাদ্ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।।[১]

পুরাকালে মহাভারতের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্যে সমস্ত দেবতারা মিলিত হয়ে তুলাদণ্ডের একদিকে চারটি বেদ ও অন্যদিকে শুধু মহাভারত রেখেছিলেন। তখন উপনিষদসহ চারটি বেদের চেয়েও মহাভারতের গুরুত্ব অধিক প্রমাণিত হয়েছিল। তখনই মহাভারতের কবি উপরি-উক্ত শ্লোকে ব্যক্ত করেছিলেন—"তুলাযন্ত্রে ধৃত হবার পর এই গ্রন্থ যখন আকারে ও ভারে অধিক হল, তখন মহত্ত্বে ও গুরুত্বে এই গ্রন্থ মহাভারত নামে উক্ত হল।" বস্তুত মহাভারতের সুবিপুল আয়তন এবং তার বিষয়বস্তুর কল্পনাতীত ব্যাপ্তি ও মহিমা লক্ষ্য করলে মনে হয় এই হল মহাভারতের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। কিন্তু বর্তমান মহাভারতের বিশাল আয়তন ও বিচিত্র বিষয়সম্ভার থাকলেও মূল মহাভারত এত বৃহৎ ছিল না। ভরত-বংশীয় দুই বিরোধীপক্ষের দ্বন্দ্ব-কাহিনীই ছিল মূল কাব্যের উপজীব্য। তখন এই কাব্যের নাম ছিল 'ভারত কাব্য'। পরে এই দ্বন্দ্ব-কাহিনী ধাপে ধাপে সম্প্রসারিত হয়েছে, নানা প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক উপকাহিনী এতে যোজিত হয়েছে, কালে কালে বিচিত্র ধর্ম, উপদেশ, তত্ত্ব, দর্শন, সমাজ-ইতিহাস এই কাব্যে স্থান পেয়েছে। কাহিনী হয়েছে বিচিত্র ও জটিল, কথা হয়েছে মহান ও তাত্ত্বিক। 'ভারত কাব্য' ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হয়েছে 'মহাভারত মহাকাব্যে'।

মহাভারতের আকৃতি ও রূপভেদ :

মহাভারতের আকৃতি যুগে যুগে পরিবর্ধিত হয়েছে। এই পরিবর্ধনের তিনটি প্রধান স্তরের ইঙ্গিত মহাভারতেই রয়েছে। সমগ্র মহাভারতের মোট শ্লোকসংখ্যা সম্পর্কে মহাভারতের তিন জায়গায় তিন রকম উল্লেখ পাওয়া যায়। এক জায়গায় বলা হয়েছে, মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা ৮,৮৮৪।

Scanned with CamScanner

আর একস্থানে বলা হয়েছে মোট শ্লোকসংখ্যা ২৪,০০০—'চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্'[৩]। আবার আর একস্থানে উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতের মোট শ্লোক হল ১০০০০০—'ইদং শতসহস্রং তু লোকানাং পুণ্যকর্মণাম্'।[৪] এই পরস্পরবিরোধী উক্তি থেকে অনুমান করা যায়, এইগুলি হল মহাভারতের বিভিন্ন সময়ের শ্লোক-সংখ্যা। প্রথমে মহাভারতে মাত্র ৮৮৮৪টি শ্লোক ছিল। ক্রমে বেড়ে দাঁড়ায় ২৪০০০। তারপর শেষে দাঁড়ায় এক লক্ষ শ্লোক। এখন আমরা মহাভারতের যে রূপটি পাই, তারই শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষ। মহাভারত এখন পৃথিবীর বৃহত্তম মহাকাব্য। ইলিয়াদ ও অদিসির সম্মিলিত আকৃতির চেয়েও মহাভারত আটগুণ বড়। মহাভারতের এই এক লক্ষ শ্লোক ১৮টি পর্বে বিভক্ত। এই ১৮টি পর্ব হল—আদিপর্ব, সভাপর্ব, বনপর্ব, বিরাটপর্ব, উদ্যোগপর্ব, ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব, গদাপর্ব, সৌপ্তিকপর্ব, স্ত্রীপর্ব, শান্তিপর্ব, অনুশাসনপর্ব, অশ্বমেধপর্ব, আশ্রমবাসপর্ব, মুসলপর্ব, মহাপ্রস্থানপর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্ব।

এছাড়া 'হরিবংশ' নামে মহাভারতের একটি খিল বা পরিশিষ্ট আছে ; তার শ্লোক-সংখ্যা ১৬৩৭৪।

মহাভারতের এখন ৩টি রূপ বা সংস্করণ পাওয়া যায় : উত্তরভারতীয় (বা বঙ্গদেশীয়), দক্ষিণভারতীয় (বা তেলুগু) ও মালাবারী (বা বোম্বাই) সংস্করণ। এগুলি আধুনিককালে যথাক্রমে প্রধানত কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণগুলির মধ্যে শ্লোকের পাঠান্তর ছাড়াও অনেক স্থানে কাহিনীর পার্থক্য দেখা যায়। উত্তরভারতীয় ও দক্ষিণভারতীয় সংস্করণের তুলনায় মালাবারী বা বোম্বাই সংস্করণের প্রামাণিকতা বেশী। কারণ এই সংস্করণেই অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর রূপ সংরক্ষিত আছে। এইটি সম্পূর্ণতা লাভ করে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে। অন্যান্য সংস্করণগুলি শেষরূপ পেতে আরো দেরি হয়েছিল।

মহাভারতের রচয়িতা :

ভারতবর্ষের প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে মহাভারতের রচয়িতা হলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। ইনি পরাশরের পুত্র ছিলেন। ইনি নিজেই মহাভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। বলা হয়, এই ব্যাসদেবই বেদের বিভাগ করে বেদব্যাস নামে খ্যাত হন, ইনিই আবার আঠারোটি পুরাণের রচয়িতা।

Scanned with CamScanner